

বাঁচনএফ বাঁচা

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ত্রৈমাসিক মুখপত্র

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়-এর আওতাধীন একটি স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান



টিম বিল্ডিং ওয়ার্কশপ আয়োজন



টিম বিল্ডিং ওয়ার্কশপে বক্তব্য রাখছেন

জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

বগুড়া জেলার 'মম ইন' হোটেলে ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর টিম বিল্ডিং ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। মূল প্রতিপাদ্য ছিল 'প্রত্যশা ও প্রাপ্তির দুই দশক'। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর চেয়ারম্যান জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত সদস্য জনাব সি কিউ কে মুসতাক আহমদ, ড. ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস, অধ্যাপিকা ড. হোসনে আরা বেগম, বিএনএফ এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এবং বগুড়া, রাজশাহী, নওগাঁ, জয়পুরহাট, গাইবান্ধা, রংপুর ও সিরাজগঞ্জ জেলা থেকে আগত ৩০টি সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক/প্রতিনিধিবৃন্দ টিম বিল্ডিং ওয়ার্কশপে উপস্থিত ছিলেন।



টিম বিল্ডিং ওয়ার্কশপে উপস্থিতি

সঞ্চালনায় ছিলেন জনাব সেহেলী পারভীন, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, জনাব মোহাম্মাৎ জাকিয়া লাবনী, নির্বাহী অফিসার এবং জনাব

লিয়াকত মোস্তফা, প্রোগ্রামার, বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর চেয়ারম্যান জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী টিম বিল্ডিং ওয়ার্কশপের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। টিম বিল্ডিং ওয়ার্কশপ বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য তিনি উপস্থিত পরিচালনা পরিষদ সদস্য, বিএনএফ-এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধান/প্রতিনিধিবৃন্দ এবং বিশেষ করে টিএমএসএস-এর নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপিকা ড. হোসনে আরা বেগমের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন এ ধরনের সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষণ বিনিময়ের সুযোগ হয় এবং পরস্পরের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি টিম বিল্ডিং ওয়ার্কশপ-এর মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

অনুষ্ঠানের ২য় পর্যায়ে উপস্থিত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক/প্রতিনিধিবৃন্দ, বিএনএফ-এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের সমন্বয়ে অনুদান, ক্ষুদ্রঋণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং প্রশিক্ষণ এ ৪টি বিষয়ে ৪টি টিম গঠন করা হয়। প্রতিটি টিম বিএনএফ-এর চলমান কার্যক্রমকে যুগোপযোগী করার জন্য ধারণা প্রদান করে। প্রতিটি টিম পর্যায়ক্রমে তাদের প্রস্তাবিত ধারণাসমূহ উপস্থাপন করে। বিএনএফ এর চেয়ারম্যান সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন।

চাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম সবেজমিত পরিদর্শনে বিএনএফ এর চেয়ারম্যান



বিএনএফ এর হবিগঞ্জ জেলার সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় করছেন জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

উপদেষ্টা

ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

মুখ্য সম্পাদক

ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

সম্পাদকমণ্ডলী

মোঃ শাহরীয়া পারভেজ
উপমহাব্যবস্থাপক
মোস্তাফা কামাল ভূঞা
উপমহাব্যবস্থাপক

নির্বাহী সম্পাদক

এ, এস, এম, তরিকুল ইসলাম
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

গ্রাফিক্স

মোঃ সাঈদুল আলম
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

মোঃ লিয়াকত মোস্তফা
প্রোগ্রামার

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর চেয়ারম্যান জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর হবিগঞ্জ জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি নির্বাহী প্রধানগণের বক্তব্য শোনার পর দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি হতদরিদ্রদের উন্নয়নে এবং এসডিজি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন।

চেয়ারম্যান মহোদয় ১৬ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর হবিগঞ্জ জেলার সহযোগী সংস্থা ‘সুরুজা ডেল্টা ফাউন্ডেশন’ কর্তৃক বাস্তবায়িত গাভি পালন ও সেলাই মেশিন বিতরণ প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন এবং উপকারভোগীগণের সাথে মতবিনিময় করেন।



নোয়াখালী জেলায় কর্মরত বিএনএফ এর সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় করছেন জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর চেয়ারম্যান জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ নোয়াখালী সার্কিট হাউসে জেলায় কর্মরত বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সভায় সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অর্থায়নে তাঁদের গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন এবং উপকারভোগীগণের জীবনমান উন্নয়নে কী প্রভাব পড়েছে তা চেয়ারম্যানকে অবহিত করেন।



নোয়াখালী জেলার বিএনএফ এর সহযোগী সংস্থা অনন্যা বহুমুখী কল্যাণ সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত সেমিপাকা টয়লেট পরিদর্শন করছেন জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

তিনি ২৩ ফেব্রুয়ারি নোয়াখালী সদর উপজেলার চর শোল্লাকিয়ায় অবস্থিত হটিকালচার ট্রেনিং সেন্টারে বিএনএফ এর সহযোগী সংস্থা ‘অনন্যা বহুমুখী কল্যাণ সংস্থা’ কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের উপকারভোগীগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সভায় হটিকালচার সেন্টারের তত্ত্বাবধায়ক সৈয়দ রফিক উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন। বিএনএফ হতে সহায়তা পেয়ে উপকারভোগীগণ কেমন উপকৃত হয়েছেন সে বিষয়ে চেয়ারম্যান খোঁজখোবর নেন। আলোচনা শেষে অনন্যা বহুমুখী কল্যাণ সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত কর্মসূচি পরিদর্শন করেন।

মার্চ পর্যায়ের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শনে বিএনএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক



যশোর জেলার সহযোগী সংস্থা সমাধান কর্তৃক বাস্তবায়িত গাভি পালন কর্মসূচির আওতায় দরিদ্র নারীদের মধ্যে বকনা গরু বিতরণ করেছেন ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ।

যশোর জেলার সহযোগী সংস্থা ‘সমাধান’ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অনুদানে ‘গাভি পালন কর্মসূচি’ গ্রহণ করে। সমাধান এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ১৯ ফেব্রুয়ারি কেশবপুর উপজেলায় ইমাননগর দারুস সালাম জামে মসজিদ সংলগ্ন চত্বরে ৭ জন দরিদ্র নারীর মধ্যে ৭টি বকনা গরু বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি গাভি বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন এবং ৭ জন দরিদ্র নারীর মধ্যে ৭টি বকনা গরু বিতরণ করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব শরীফ নেওয়াজ, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি), কেশবপুর; জনাব মুহা. আলমগীর হোসেন, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, কেশবপুর; জনাব রেজাউল ইসলাম, উপসহকারী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, কেশবপুর ও জনাব সুপ্রভাত কুমার বসু, প্রধান শিক্ষক, গড়ভাঙ্গা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ২০ ফেব্রুয়ারি মাগুরা সদর উপজেলার লক্ষিপুর দাস পাড়ায় (ঋষি সম্প্রদায়) ‘রোভা ফাউন্ডেশন’ বিশেষ অনুদানে ইতোপূর্বে ২ দফায় ৩৪টি সেমিপাকা ল্যাট্রিন নির্মাণ কর্মসূচি পরিদর্শন করেন। লক্ষিপুর দাস পাড়া (ঋষি সম্প্রদায়) এর আর্থ-সামাজিক

অবস্থা পরিবর্তনের জন্য আরো কিভাবে সহযোগিতা করা যায় সে বিষয়ে উপকারভোগী ঋষি সম্প্রদায়ের লোকজনের সাথে তিনি মতবিনিময় করেন। তিনি ‘সেইভ দি উইমেন এ্যান্ড চিলড্রেন’ নামক সহযোগী সংস্থা কর্তৃক বিশেষ অনুদানের ১ম পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন স্যানিটেশন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।



বিনাইদহ জেলার সহযোগী সংস্থা হেল্প দি পুওর কর্তৃক বাস্তবায়িত ছাগল পালন কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীগণের মধ্যে মা ছাগল বিতরণ করেছেন ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ।

ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি ২১ ফেব্রুয়ারি বিনাইদহ জেলার ‘হেল্প দি পুওর’ নামক সহযোগী সংস্থা কর্তৃক নিয়মিত অনুদানে মিয়াকুন্ডু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত ছাগল বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মুহাম্মদ ইকতার আলী, ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, মিয়াকুন্ডু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক উপকারভোগীগণের হাতে ২টি করে ছাগল তুলে দেন।

পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা কর্তৃক কার্যক্রম পরিদর্শন



পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা কৃষিবিদ শাহ মোহা: আকরামুল হক ভোলা জেলার সেইভ দি পিপল এর ছাগল পালন কর্মসূচি পরিবীক্ষণকালে তথ্য বোর্ডের ডান পাশে।

‘সেইভ দি পিপল’ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অনুদানে ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলায় দুইটি গ্রামে ছাগল পালন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাবেক পরিচালক কৃষিবিদ

শাহ মোহা: আকরামুল হক সেইভ দি পিপল এর ছাগল পালন কর্মসূচির কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ করেন। দুইটি গ্রামের ১৬ জন উপকারভোগীর বাড়ি পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণে দেখতে পান যে, সহযোগী সংস্থা অনুমোদিত কর্মসূচির সব কয়টি ইভেন্টই সুন্দরভাবে ও যথাসময়ে বাস্তবায়ন করেছে এবং উপকারভোগীগণের কার্যক্রম মনিটরিং ও তদারকি অব্যাহত রেখেছে। প্রত্যেক উপকারভোগী বিএনএফ সম্পর্কে সুন্দরভাবে বলতে পেরেছে।

১৬ জন উপকারভোগীর প্রত্যেককে ২টি করে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে মোট ৩২টি মা ছাগল ও ১টি করে মোট ১৬টি নেমপ্লেট দেয় এবং একটি স্থানে তথ্যবোর্ড স্থাপন করেছে। বিতরণকৃত ছাগলের টিকা, ঔষধ এবং চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে এবং উপকারভোগীগণকে ছাগল পালন বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন দেওয়া হয়েছে।

৩২টি মা ছাগলের মধ্যে ২৪টি মা ছাগল ৪০টি বাচ্চা প্রসব করেছে এবং বাচ্চাগুলির বয়স তখন ৩ দিন থেকে ৬ মাস পর্যন্ত হয়েছিল। বর্তমানে ঐ বাচ্চাগুলো তাঁদের মূল্যবান সম্পদে পরিণত হচ্ছে। তাছাড়া বাকি ৮টি মা ছাগলসহ বাচ্চা প্রদানকারী মা ছাগল মিলে তখন ১৪টি মা ছাগল গর্ভবতী ছিল। যেগুলো থেকে অতিশীঘ্রই বাচ্চা পাওয়া যাবে। ফলে ছাগলের দ্রুত বংশ বৃদ্ধির মাধ্যমে উপকারভোগীগণের আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি ও দারিদ্র্যবিমোচনে বিশেষ সহায়ক হবে এবং ছাগল পালনের মাধ্যমে মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি তথা সাধারণ মানুষের আমিষের ঘাটতি পূরণ, পুষ্টি উন্নয়ন এবং উন্নত মানবসম্পদ তৈরিতে ভূমিকা রাখবে।

সাফল্যগাথা

বিএনএফ থেকে টিউবওয়েল পেয়ে বদলেনে
গেলো আবাসন প্রকল্পের মানুষের জীবনযাত্রা



লালমনিরহাট সদর উপজেলার খুনিয়াগাছ ইউনিয়নের হরিণচড়া আবাসন প্রকল্পে বিএনএফ এর টিউবওয়েল

লালমনিরহাট সদর উপজেলার খুনিয়াগাছ ইউনিয়নের হরিণচড়া আবাসন প্রকল্পে রয়েছে ৭৯টি ঘর। সেখানে কমপক্ষে ৩৫০ জন মানুষের বসবাস। এর বিপরীতে ছিল মাত্র ১০টি টিউবওয়েল। গড়ে ৩৫ জন মানুষের জন্য ছিল একটি টিউবওয়েল।

লালমনিরহাট জেলায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর সহযোগী সংস্থা ‘নজীর (নতুন জীবন রচি)’কে এ আবাসন প্রকল্পে ১০টি টিউবওয়েল স্থাপন এবং ১টি সেলাই মেশিন প্রদানের জন্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ২ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে। নজীর বিএনএফ এর অনুদানে আবাসন প্রকল্পে প্রতি ৪টি পরিবারের জন্য ১টি করে টিউবওয়েল স্থাপন করে।

আবাসন প্রকল্পের উপকারভোগী মোছা. রুমি বেগম বলেন, আগে আমরা ১টি টিউবওয়েল ৩৫/৪০ জন মানুষ ব্যবহার করতাম। প্রায় সময় টিউবওয়েল নষ্ট হতো। কেউ মেরামত করতে চাইতেন না। মেঝে অপরিষ্কার হলে কেউ পরিষ্কার করতে চাইতেন না। যার ঘরের পাশে টিউবওয়েল ছিল তাঁর আধিপত্য থাকতো। এসব কারণে কমিউনিটিতে ঝগড়া-বিবাদ লেগে থাকতো। পানি নিতে গেলে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন নজীরের মাধ্যমে ১০টি টিউবওয়েল স্থাপন করায় বর্তমানে আমরা ৪টি পরিবার ১টি করে টিউবওয়েল ব্যবহার করছি। আমরা এখন হাতের কাছে পানি পাই। নষ্ট হলে ৪ পরিবার মিলে মেরামত করি। নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করি। ফলে হাতের কাছে টিউবওয়েল পাওয়ায় বিশেষ করে বৃদ্ধ মানুষ ও শিশুদের জন্য অনেক উপকার হয়েছে।

বিএনএফ হতে পাওয়া দুটি ছাগল সরিষাবাড়ির বেইলা বেগমকে আশাহিত করেছে



বেইলা বেগম ও তাঁর ছাগল-গরু।

জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ি উপজেলার হতদরিদ্রদের বিশেষ করে নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে হতদরিদ্রদের মাঝে বিনামূল্যে ছাগল বিতরণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন জামালপুর জেলার সহযোগী সংস্থা ‘সমাজসেবা যুব উন্নয়ন সংস্থা’কে ২০২২ সালে ২.৭৫ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে।

২০২২ সালে সমাজসেবা যুব উন্নয়ন সংস্থা সরিষাবাড়ি উপজেলার পাঁচবাড়ী শ্রাটকের ডিগ্রীচর গ্রামে ১৭ জন হতদরিদ্র নারীর প্রত্যেককে গড়ে ১৩,০০০/- টাকা মূল্যের ২টি করে মা ছাগল প্রদান করে।

সরিষাবাড়ী উপজেলার পাঁচবাড়ী শ্রাটকের ডিগ্রীচর গ্রামের মো. রঞ্জু মিয়া’র স্ত্রী মোছা. বেইলা বেগম। রঞ্জু মিয়া ও তাঁর স্ত্রী ইউনিয়ন কাউন্সিলের কাবিখা প্রকল্পের রাস্তায় মাটি কাটার কাজ করতেন। আবার কোন কোন সময় বয়লারের কাজ ও মরিচ তোলার কাজ করতেন। ১৭ জন উপকারভোগীর একজন মোছা. বেইলা বেগম। ছাগল প্রদানের পূর্বে ১৭ জনকে ছাগল পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। প্রশিক্ষণ শেষে ১৭ জন উপকারভোগীর প্রত্যেককে বিনামূল্যে ২টি করে মা ছাগল প্রদান করে।

বেইলা বেগম ছাগল পেয়ে যত্নের সাথে লালন-পালন করতে থাকেন। ছাগল পাওয়ার ৬ মাসের মধ্যে একটি হতে ২টি বাচ্চা এবং আরেকটি হতে ৩টি বাচ্চা হয়। বিএনএফ হতে পাওয়া ছাগল এবং বাচ্চা ছাগল হতে পর্যায়ক্রমে সবমিলিয়ে মা ও বাচ্চাসহ মোট ৭টি ছাগল হয়। ১ বছর পর ২টি ছাগল রেখে ৫টি ছাগল বিক্রি করে ৫০,০০০/- টাকা দিয়ে একটি বকনা বাছুর ক্রয় করেন।

বেইলা বেগম আর রাস্তায় মাটি কাটা, মরিচ তোলার কাজ করেন না। তিনি ছাগল ও গরু পালনে সময় দিয়ে থাকেন। তাঁর ছেলেকে একটি অটো রিকশা কিনে দিয়েছেন। ছেলে অটো রিকশা চালায়। বেইলা বেগম অনেক পরিশ্রম করে ছাগল ও গরু পালন করতে থাকেন। ছাগল বিক্রির টাকা ও ছেলের আয়ে তাঁদের অবস্থার অনেকটা উন্নতি হয়েছে।

বিএনএফ হতে মিঠাপুকুর উপজেলার ছাত্রীরা পেলেন বাইসাইকেল



বিএনএফ হতে পাওয়া বাইসাইকেল

রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলা থেকে ৩০ কি.মি. দূরবর্তী এলাকায় মির্জাপুর ইউনিয়ন। এ এলাকার লোকজন কৃষি কর্মের উপর বেশি নির্ভরশীল। কৃষির অনগ্রসরতা ও ভূমিহীন লোকের সংখ্যাধিক্যের কারণে বহুলোক দারিদ্র্যসীমার নীচে অতিকষ্টে জীবনযাপন করে থাকেন। তদুপরি এখানে রয়েছে কয়েক হাজার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী লোকের বাস।

তাঁরা কায়িক শ্রমে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। ফলে চিরাচরিতভাবেই তাঁরা দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। দরিদ্র হলেও এলাকার মানুষ শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট অনুরাগী। দরিদ্র ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অনেক ছেলেমেয়ে পায়ে হেঁটে স্কুলে যায়।

এলাকার দরিদ্র মেধাবী ও দরিদ্র ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মেয়ে শিক্ষার্থীদেরকে যদি ১টি করে লেডিস বাইসাইকেল বিনামূল্যে বিতরণ করা যায় তাহলে একদিকে ঐসব মেয়ে আরো বেশি উৎসাহিত হয়ে পূর্ণ উদ্যোগে নিয়মিত স্কুলে যাতায়াত করতে পারবে এবং লেখাপড়ায় আরো বেশি মনোযোগী হতে পারবে। এ প্রত্যাশাকে সামনে রেখে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রীদেরকে লেডিস বাইসাইকেল প্রদানের কর্মসূচি গ্রহণ করে।

বাইসাইকেল প্রদানের কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন রংপুর জেলার ‘ইনসারফ’ নামক সহযোগী সংস্থাকে ২.৭৫ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে। ইনসারফ এ অনুদানে ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ২২ জন ছাত্রীকে ২২টি দূরন্ত এঞ্জেলিনা লেডিস বাইসাইকেল প্রদান করে। নুতন বাইসাইকেল পেয়ে ছাত্রীরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়। তারা সাইকেলে করে নিয়মিত ও সময়মত স্কুলে যাতায়াত করছে। স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করে জানা যায় সাইকেল পাওয়া ছাত্রীদের লেখাপড়ার মান পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ছাত্রীরা পায়ে হাঁটার কষ্ট থেকে রেহাই পেয়েছে এবং অভিভাবকরাও যাতায়াত খরচ দেওয়া থেকে রেহাই পেয়েছেন। এতে সংসারের ব্যয় হ্রাস হয়েছে।

ইলেকট্রিক্যাল হাউজ ওয়্যারিং ট্রেড বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়ে ঘুচেছে বেকারত্ব



ফরিদপুর জেলার সহযোগী সংস্থা রিসডা-বাংলাদেশ কর্তৃক ইলেকট্রিক্যাল হাউজ ওয়্যারিং ট্রেড বিষয়ে প্রশিক্ষণরত প্রশিক্ষার্থীবৃন্দ

ফরিদপুর জেলার সালথা উপজেলার সালথা গ্রামসহ পাশের গ্রামগুলোর দরিদ্র বেকার যুবকদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল হিসেবে

তৈরি ও বেকারত্ব দূরীকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন সহযোগী সংস্থা ‘রিসডা-বাংলাদেশ’ এর মাধ্যমে ইলেকট্রিক্যাল হাউজ ওয়্যারিং ট্রেড বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন রিসডা-বাংলাদেশকে ২ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে। রিসডা-বাংলাদেশ ১৫ জন বেকার যুবককে তালিকাভুক্ত করে ইলেকট্রিক্যাল বিষয়ে ৩ মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

প্রশিক্ষণ শেষে প্রত্যেককে ১৫টি আইটেমের সমন্বয়ে ১ সেট কর্মসহায়ক টুলস (যেমন-টুল বক্স, ড্রিল মেশিন, এডজাস্টেবল রেশ, এলেনকি ১ সেট, হ্যামার, সেন্টার পঞ্চ, কম্বিনেশন প্লাস, এন্টি কাটার, স্ক্রু ড্রাইভার, কাটিং প্লাস, স্টিল মেজারমেন্ট টেপ, ওয়্যার স্টেপার, টেস্টার, টেস্ট ল্যাম্প ও চিজেল) বিনামূল্যে সরবরাহ করে। প্রতি সেট কর্মসহায়ক টুলসের মূল্য ৪,৬০৫/- (চার হাজার ছয়শত পাঁচ টাকা)। এরফলে দরিদ্র ও বেকার প্রশিক্ষার্থীগণ প্রশিক্ষণ শেষে সহজেই কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন।



বিএনএফ এর অনুদানে রিসডা-বাংলাদেশ হতে ইলেকট্রিক্যাল হাউজ ওয়্যারিং ট্রেড বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়ে কাজ করছেন আবু তাহের

চাঁদপুর গ্রামের মহিন উদ্দিন খাঁ ও রাজিয়া বেগমের ছেলে আবু তাহের পারিবারিক অসচ্ছলতার কারণে এসএসসি পাস করার পর লেখা-পড়া চালিয়ে যেতে পারেননি। রিসডা-বাংলাদেশ ১৫ জন প্রশিক্ষার্থীর মধ্যে আবু তাহেরকেও প্রশিক্ষণ প্রদান করে। আবু তাহের প্রশিক্ষণ শেষ করে ও ১ সেট কর্মসহায়ক টুলস পেয়ে বিভিন্ন গ্রামে ও বাজারে ইলেকট্রিক্যাল কাজ করেন। এ কাজ করে তিনি প্রতিমাসে ১৫-২০ হাজার টাকা আয় করছেন। এ আয় দিয়ে তিনি সংসার চালানোর পাশাপাশি মাসে কিছু টাকা সঞ্চয় করে ১০ শতাংশ কৃষি জমি বন্ধক রেখেছেন। সে জমিতে আবাদ করে থাকেন। বর্তমানে তাঁর পরিবারে সচ্ছলতা ফিরে এসেছে। আবু তাহের প্রশিক্ষণের পূর্বে দিনমজুরির কাজ করতেন। প্রতিদিন কাজ পেতেন না। যে দিন কাজ পেতেন সে দিন ৩০০-৪০০ টাকা আয় হতো। তিনি সালথা বাজারে ইলেকট্রিক্যাল মালামালের ব্যবসা করবেন বলে পরিকল্পনা করেছেন। পাশাপাশি ইলেকট্রিক ওয়্যারিং এর কাজও চালিয়ে যাবেন।

বিএনএফ এর সহায়তায় উপকূলীয় এলাকায় মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন ও ব্যবহার

জলবায়ু পরিবর্তন ও লবণাক্ততার কারণে উপকূলীয় এলাকায় দিনে দিনে মাটির উর্বরতা নষ্ট হচ্ছে। জমিতে মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে মাটিতে বিষক্রিয়া বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাটিতে নাইট্রোজেন গ্যাস বৃদ্ধি পাচ্ছে একই সাথে মাটির গুণাগুণ কমে যাচ্ছে। সুন্দরবন সংলগ্ন সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার ঈশ্বরীপুর ইউনিয়নের শ্রীফলকাটি গ্রামে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ‘নকশী কাঁথা মহিলা সংগঠন’ এর মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক উন্নয়নে আয়বর্ধক কর্মসূচি হিসেবে ৩০ জন মহিলাকে ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদনে প্রশিক্ষণ ও উৎপাদনের লক্ষ্যে উপকরণ সহায়তার জন্য ৩ লক্ষ টাকা প্রদান করে।



বিএনএফ হতে সহায়তা পেয়ে ভার্মি কম্পোস্ট তৈরি করছেন সাতক্ষীরার
রোজিনা বেগম

শ্রীফলকাটি গ্রামের মোমিন মোল্যা ও মেরু বেগমের কন্যা রোজিনা বেগম (৩৮)। পিতা-মাতার আর্থিক দুরবস্থার কারণে মাত্র ১২ বছর বয়সে বিয়ে হয় পাশ্বেবর্তী গ্রামে। অল্প বয়সে পিতা মারা যাওয়ায় এবং কোন ভাই না থাকায় রোজিনা স্বামীকে নিয়ে মায়ের পরিবারে থাকতেন। এলাকায় দুই জনে দিনমজুর হিসেবে কাজ করে প্রায় দশ বছর সংসার করেন। এ সময়ে জন্ম হয় দুটি কন্যা সন্তানের। তাঁর মা জামাতাকে নিজ সন্তানের মতো মনে করে ১০ কাঠা কৃষি জমি লিখে দেন তাঁর স্বামীর নামে।

বিয়ের দশ বছর পর রোজিনা বেগমের মা মারা গেলে তাঁর স্বামী সকলের অজান্তে দুই কন্যা সন্তান ও স্ত্রীকে ফেলে রেখে নিজ বাড়িতে চলে যান এবং কয়েক দিনের মধ্যে ডাকযোগে তালকের কাগজ পাঠান। দুই সন্তান নিয়ে রোজিনা দিশেহারা হয়ে পড়েন। রোজিনা অন্যের বাড়িতে ও দিনমজুরের কাজ করে সংসার চালানো ও দুই মেয়েকে লেখাপড়া শেখানোর চেষ্টা করেন।

নকশী কাঁথা মহিলা সংগঠন রোজিনা বেগমকে বিএনএফ এর সহায়তায় ভার্মি কম্পোস্ট তৈরির উপকরণ হিসেবে দুটি চাড়া, তিনশত গ্রাম কেঁচো, ৪টি খুটি, ছাউনির জন্য দুটি রঙিন টিন ও বেড়া দিতে পরিমাণ মতো জাল প্রদান করে ও প্রশিক্ষণ দেয়।

কম্পোস্ট তৈরিতে ব্যবহৃত গোবর নিজেরা সংগ্রহ করতেন। ভার্মি কম্পোস্ট তৈরির জন্য একটি চাড়াতে ৩০ থেকে ৪০ কেজি গোবর ও ১২৫ গ্রাম কেঁচো ব্যবহার করা হয়। ৪৫ দিন পর একটি চাড়া থেকে ২০ কেজি ভার্মি কম্পোস্ট সার ও ৩০০ গ্রাম কেঁচো বিক্রি করতে পারেন। প্রতি কেজি সার ২০ টাকা ও প্রতি ১০০ গ্রাম কেঁচো ১০০ টাকা দরে বিক্রি করেন। তিনি বর্তমানে চারটি চাড়াতে ভার্মি কম্পোস্ট তৈরি করে বিক্রি করছেন। কৃষকরা ও মাছ চাষীরা এ ভার্মি কম্পোস্ট কিনে জমিতে ও মাছ চাষে ব্যবহার করছেন।

এছাড়া রোজিনা বেগম নিজে বসতিভিটায় ও বর্গা নেওয়া জমিতে ফসল উৎপাদনে এ সার ব্যবহার করছেন। জমিতে ভার্মি কম্পোস্ট ব্যবহার করার ফলে ফলন বৃদ্ধি পাচ্ছে, মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিএনএফ ভার্মি কম্পোস্ট তৈরির কর্মসূচি গ্রহণ করায় এর উপকারিতা দেখে এলাকার অনেকে ভার্মি কম্পোস্ট তৈরি করছেন এবং উপজেলা কৃষি অফিসের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

বিএনএফ হতে সেমি পাকা টয়লেট পেয়ে উপকৃত হচ্ছেন হতদরিদ্র জনগোষ্ঠী



বিএনএফ হতে নির্মিত সেমে পাকা টয়লেটের সামনে মেহেরপুরের
হাজেরা খাতুন

মেহেরপুর জেলার সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামের মালোপাড়ায় স্বাস্থ্যসম্মত সেমি পাকা টয়লেট নির্মাণের জন্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন বিশেষ বরাদ্দের আওতায় ‘পল্লী জন উন্নয়ন সংস্থা’কে ৫ লক্ষ টাকা প্রদান করে। পল্লী জন উন্নয়ন সংস্থা জরিপ করে ১৬ জন উপকারভোগী বাছাই করে। উপকারভোগীগণ পরের জমিতে মরিচ, শিম, পটলসহ বিভিন্ন সবজির ক্ষেতে কাজ করেন এবং নিজ নিজ বাড়িতে হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল পালন করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। ১৬টি টয়লেট হতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৮০ জন উপকৃত হচ্ছেন।

উপকারভোগীগণের মধ্যে সকলে দরিদ্র ও অধিকাংশ বিধবা। এদের কোন আবাদি জমি নেই। আছে কেবল ১ থেকে ২ কাঠা ভিটে বাড়ি। এ জমির উপর রয়েছে তাঁদের অতি প্রয়োজনীয় বসত ঘর ও রান্না ঘর। কারো এর মধ্যে রয়েছে তালপাতা, পাট খড়ি, পলিথিন বা কাপড়ে ঘেরা বেড়ার অস্বাস্থ্যকর কাঁচা পায়খানা। অনেকের বাড়ির পার্শ্বে ঝোপ-ঝাড়, জঙ্গলে ও বাঁশ বাগানের মধ্যে প্রকৃতির কাজ সারতে হয়। এরা সকলে অতিদরিদ্র হওয়ায় সংসারে সবসময় অভাব লেগে থাকে। তাই তাঁরা স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণ করার কথা ভাবতে পারেন না।

শোলমারী গ্রামের আবুল হোসেনের স্ত্রী হাজেরা খাতুন। তিনি একজন বিধবা মহিলা। তাঁর স্বামীর ৩ সংসার। হাজেরা খাতুনের ৩ মেয়ে। কোন ছেলে সন্তান নেই। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। তিনি থাকেন সং ছেলের ঘরের একটি বারান্দায়। একই উঠানে ছিল তাঁদের একটি অস্বাস্থ্যকর কাঁচা পায়খানা যা ৩/৪ ফুট উচু করে পলিথিন দিয়ে ঘেরা। দাঁড়ালে বাইরে থেকে দেখা যায়।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর বিশেষ বরাদ্দের অনুদান হতে পল্লী জন উন্নয়ন সংস্থা হাজেরা খাতুনকে একটি সেমি পাকা টয়লেট নির্মাণ করে দেয়। তিনি এ টয়লেট পেয়ে খুবই আনন্দিত। হাজেরা খাতুনের মতো বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে হাজার হাজার অসহায় বিধবা মহিলা বিএনএফ এর আর্থিক সহযোগিতায় অনেক উপকৃত হচ্ছেন।

বিধবা ও হতদরিদ্র মহিলারা শত কষ্টের মধ্যে হলেও কিছুটা স্বস্তি পেয়েছেন। প্রতিটি উপকারভোগী সদস্য পূর্বের তুলনায় এখন তাঁরা ভাল আছেন। আগের অস্বাস্থ্যকর টয়লেটের কারণে মশা-মাছির মাধ্যমে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হতো। এখন তাঁরা এসমস্ত রোগ থেকে মুক্তি পেয়েছেন এবং তাঁদের সামাজিক মর্যদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিএনএফ হতে গাড়ুল পেয়ে আত্মনির্ভরশীল হচ্ছেন মেহেরপুর জেলার উপকারভোগীগণ

গাড়ুল দেখতে ভেড়ার মতই। তবে ভেড়ার চেয়ে আকারে বড় ও মাংস দ্বিগুণ হওয়ায় অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হচ্ছেন খামারিরা। ভারতীয় বড় জাতের ভেড়ার সাথে দেশীয় ভেড়ার ক্রস করে উন্নত জাতের ভেড়ার বাচ্চা বা গাড়ুল উৎপাদন করা হয়। গাড়ুল যে কোন পরিবেশে জীবনযাপন করতে পারে, রোগব্যাধি খুবই কম হয়। ঘাস, লতাপাতা, খড় ও ভুসি খেয়ে গাড়ুল দীর্ঘদিন বাঁচতে পারে। গাড়ুল জাতের ভেড়া বছরে দুইবার বাচ্চা দেয়। প্রতিবারে দুই থেকে তিনটি বাচ্চা প্রসব করে মা গাড়ুল। দেশীয় ভেড়ার চেয়ে গাড়ুল আকারে প্রায় দ্বিগুণ। প্রাপ্ত বয়স্ক প্রতিটি গাড়ুল থেকে ৩৫-৫০ কেজি মাংস পাওয়া যায়। দামও বেশি এবং খেতে সুস্বাদু। একটি ৩/৪ মাস বয়সী গাড়ুলের দাম ৫ থেকে ৭ হাজার টাকা।

মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলায় অন্যান্য গ্রামের মানুষের তুলনায় খানপুর গ্রামের মানুষ সুযোগ-সুবিধা খুব কম পেয়ে থাকেন। তাই মুজিবনগর উপজেলার খানপুর গ্রামে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে প্রাপ্ত অনুদানে ২০১৯ সালে ‘গাড়ুল পালন’ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। দুস্থ, অসহায় ও হতদরিদ্র গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী ও সচ্ছল করার জন্য এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।



রেজিয়া খাতুন ও তাঁর গাড়ুল

এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন মেহেরপুর জেলার ‘ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন ফর ইকোনোমিক লিবার্টি (দোয়েল)’ নামক সহযোগী সংস্থাকে ২.৭৫ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে। এ অনুদানে ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন ফর ইকোনোমিক লিবার্টি ২১ জন উপকারভোগী নির্বাচন করে। সংস্থা ২১ জন উপকারভোগীকে গাড়ুল পালনের উপর এক দিনের প্রশিক্ষণ দিয়ে একটি করে গাড়ুল প্রদান করে।

উপকারভোগীর পরিবারের মধ্যে খানপুর গ্রামে আবুল হোসেনের স্ত্রী রেজিয়া খাতুন। আবুল হোসেন ভূমিহীন ও দিনমজুর। তাদের ৪ সন্তান। রেজিয়া খাতুন মানুষের বাড়িতে বাড়িতে কাজ করেন। স্বামী-স্ত্রীর রোজগার দিয়েই অনেক কষ্ট করে সংসার চালাতে হয়। ৬ জনের সংসারে ১ ছেলে ও ৩ মেয়ে পড়াশোনা করে। তাঁদের পক্ষে সংসার ও লেখাপড়ার খরচ চালিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন ফর ইকোনোমিক লিবার্টি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অনুদানে খানপুর গ্রামে গাড়ুল পালন কর্মসূচির উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচন করে রেজিয়া খাতুনকে। দোয়েল রেজিয়া খাতুনকেও একটি মা গাড়ুল প্রদান করে। রেজিয়া খাতুন গাড়ুল পেয়ে খুব যত্নে লালন-পালন শুরু করেন। বিগত ৬ বছরে মা গাড়ুল হতে বাচ্চা এবং বাচ্চা হতেও পর্যায়ক্রমে বাচ্চা হয়। তিনি গাড়ুল বিক্রি করে সংসার চালিয়েও ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার খরচ চালান। পাশাপাশি ৩ শতক জমি কেনেন। এ জমিতে একটি ঘর বানিয়েছেন। তাঁদের মাথা গোজায় ঠাঁই হয়েছে। এখন তাঁদের ১০টি গাড়ুল রয়েছে।

তিনি এ গাড়ল দিয়ে আস্তে আস্তে একটি গাড়লের খামার করার পরিকল্পনা করেন। সেখান থেকে যা আয় হবে তা দিয়ে ভবিষ্যতে তাঁর অবস্থার অনেক উন্নয়ন ঘটবে বলে তিনি আশাবাদি। রেজিয়া খাতুনকে স্বাবলম্বী হতে দেখে গ্রামের মানুষ আয়ের উৎস হিসেবে গাড়ল পালনে আগ্রহী হয়েছেন।

বিএনএফ হতে কম্পিউটারের উপর প্রশিক্ষণ পেয়ে চাকরি পেয়েছেন কিশোরগঞ্জের পিয়াস

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর কিশোরগঞ্জ জেলার সহযোগী সংস্থা ‘গণ উন্নয়ন সংস্থা (পিডিএ)’ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অনুদানে ইটনা উপজেলার শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের দক্ষ জনবল হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ এবং হতদরিদ্রদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ছাগল পালন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে।

পিডিএ ইটনা উপজেলায় মির্দাহাটি, বড়হাটি, খন্দকারহাটি, পুরানহাটি, বাজারহাটি, চিপাহাটি, নাতপাড়া, বয়রা ও বড় বাড়িহাটি গ্রামে ৪০ জনকে জরিপ করে ২৪ জনকে উপকারভোগী হিসেবে বাছাই করে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এদের অনেকেই নিজেরা ছোট আকারে দোকান দিয়েছে আবার কেউ কেউ শহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছেন। অনেকেই আবার দেশের বাইরে চলে গিয়েছেন।



বিএনএফ হতে বিনামূল্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ নিয়ে চাকরি পেয়ে অফিসে কাজ করছেন মাস্ট্রুল ইসলাম পিয়াস

খন্দকারহাটি গ্রামের মোঃ মাস্ট্রুল ইসলাম পিয়াস। তাঁরা তিন ভাই। মাস্ট্রুল ইসলাম পিয়াস সবার বড়। ছোট বেলায় তাঁর বাবা মারা যান। তাঁর বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই তিন ভাইকে নিয়ে তাঁর মা তাঁর নানার বাড়ি খন্দকারহাটিতে চলে যান। পিয়াসের মা মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে টিউশনি করে তিন ভাইয়ের পড়ার খরচ যোগাতেন।

মাস্ট্রুল ইসলাম পিয়াস কম্পিউটার শিক্ষার স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু ইটনা হতে জেলা সদরে এসে কম্পিউটার শিক্ষা অনেক খরচের কথা চিন্তা করে তার স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে যায়। তার উপর আবার দুই ভাইয়ের পড়ালেখার খরচ। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অনুদানে কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা উপজেলার সহযোগী সংস্থা গণ উন্নয়ন সংস্থা

(পিডিএ) বিএনএফ এর অনুদানে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে মাস্ট্রুল ইসলাম পিয়াসকে প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে নির্বাচন করে। পিয়াস ০৩ আগস্ট ২০২০ হতে ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত বিনামূল্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। মাস্ট্রুল ইসলাম পিয়াস এর দুই ভাই নাইমুল ইসলাম দুর্জয়, আরিফুল ইসলাম বিজয় তারাও ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ হতে ৩০ আগস্ট ২০২১ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

পিয়াস বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অর্থায়নে বিনামূল্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ নিয়ে গোল্ডেন হার্ভেস্ট ইনফুটেক লিমিটেড (জি এইচ আইটি), মহাখালী, ঢাকাতে আইটি অফিসার পদে কর্মরত আছেন। ফলে পিয়াসের পরিবারের দারিদ্র্য কেটে কিছুটা সচ্ছলতার সাথে জীবন যাপন করছেন।

খাবার বিক্রির ছাউনিওয়াল ভ্যানে পেয়ে হাসি ফিরলো ফরিদপুরের আসমার মুখে

ফরিদপুর জেলার সহযোগী সংস্থা ‘রাসিন’ (RACINE) ‘ক্ষুদ্র ব্যবসায় সহায়তা কর্মসূচি’ বাস্তবায়ন করে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ২০২৪ সালে রাসিনকে ৩ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে। এ অনুদানে রাসিন ফরিদপুর সদর উপজেলার মধ্য আলীপুর, উত্তর আলীপুর, পশ্চিম আলীপুর, পূর্ব কমলাপুর, কমলাপুর, চর কমলাপুর, হাড়োকান্দি, রথখোলা, পশ্চিম গোয়ালচামট, ভাটিলক্ষ্মীপুর, গুলক্ষ্মীপুর, বিলমামুদপুর, কেশব নগর এবং কোমরপুর এলাকার ১৬ জন দরিদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে বিভিন্ন উপকরণ প্রদান করে। যেমন-ফল বিক্রির ভ্যান, ফাস্ট ফুড বিক্রির ভ্যান, চটপটি ও ঝালমুড়ি বিক্রির ভ্যান, মুদি দোকানে খাদ্যদ্রব্য রাখার সেলফ, কাপড়ের দোকানের সেলফ, চপ-পিয়াজু বানানোর টেবিল ও কাঁচের সেফল, চপ-পুরি বিক্রির কাঁচের সেলফ, টেবিল ও বেঞ্চ, কাপড় কাটার টেবিল, সেলাই মেশিন, কাপড় রাখার সেলফ ও পাটের তৈরি সামগ্রী সেলাইয়ের মেশিন।



বিএনএফ হতে পাওয়া খাবার বিক্রির ছাউনিওয়াল ভ্যানে খাবার বিক্রি করছেন আসমা বেগম

সহায়তা পাওয়া ১৬ জন দরিদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার মধ্যে একজন ফরিদপুর সদর উপজেলার মধ্য আলীপুর গ্রামের মোসা. আসমা বেগম। স্বামী অপু মিয়া ইজিবাইক ভাড়া নিয়ে চালান। দুই মেয়ে ও

এক ছেলে নিয়ে তাঁদের সংসার। টানাপোড়েনের সংসারে হঠাৎ আসে আঘাত। স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়েন। ইজিবাইক চালানো বন্ধ হয়ে যায়। শুরু হয় আসমা বেগমের কষ্টের জীবন। ধার-কর্য করে স্বামীর চিকিৎসা করাতে গিয়ে একেবারেই সর্বশান্ত হয়ে পড়ে আসমার পরিবার। ছোট বাসাটির ভাড়া বাকী পড়তে থাকে। স্কুলগামী মেয়ের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। অর্ধাহার-অনাহারে কাটতে থাকে দিন।

নিরুপায় হয়ে আসমা রাস্তার মোড়ে সামান্য কিছু ঝাল মুড়ি, চটপটি, ফুচকাসহ নানা রকমের খাবারের পসরা নিয়ে বসে পড়েন। প্রথম দিকে তেমন আয় হয় না। ক্রমে ক্রমে কিছু আয় বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় তাঁর সমস্ত পসরা বাড়ি থেকে নিয়ে আসা এবং রাতে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া। এটা বেশ কষ্টকর ও ব্যয় বহুল।

এ রকম পরিস্থিতিতে আসমার বিষয়টি রাসিন কর্তৃপক্ষের নজরে আসে। আসমার সাথে আলোচনা করে তাঁর চাহিদা মাসিক তাঁকে একটি খাবার বিক্রির ছাউনিওয়ালা ভ্যান প্রদান করে। তিনি এখন এ ভ্যান নিয়ে স্কুল-কলেজে টিফিন পিরিয়ডে, বার্ষিকক্রীড়া প্রতিযোগিতার দিনে, ওয়াজ মাহফিলের মাঠে, পূজা-পার্বনের মণ্ডপে এবং বিভিন্ন মেলায় অতি স্বাচ্ছন্দে মালামাল পরিবহন করে ব্যবসা করতে পারছেন।

ভ্যানে ছাউনি থাকার ফলে বৃষ্টি, রোদে ও অন্যান্য কারণে মালামাল নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকছে না। কেউ তাঁর চকচকে ভ্যান দেখে কৌতুহল ও বিস্ময়ের সাথে ভ্যানের বিষয়ে জানতে চাইলে আসমা বেগম গর্বের সঙ্গে আঙ্গুল দিয়ে ভ্যানের সঙ্গে সাঁটা নেমপ্লেটটি দেখিয়ে দেন। আসমা বেগমের স্বামীর চিকিৎসা হচ্ছে, বাচ্চাদের নিয়ে ভালো আছেন। অনেক কষ্টের পরে ফিরে আসা তাঁর মুখের হাসি এ কথাই প্রমাণ করে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে খাবার বিক্রির ভ্যান পেয়ে উপকৃত হয়েছেন।

প্রত্যেক উপকারভোগী প্রত্যাশা মতো উপকরণ পেয়ে উপকৃত হয়েছেন এবং সকলেরই আয় এবং জীবন মান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তারা ভবিষ্যতের জন্য কিছুটা সঞ্চয়ের উদ্যোগ নিচ্ছেন।

বিএনএফ এর কর্মকাণ্ডে মার্চ প্রশাসনের সম্পৃক্ততা

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে দেশব্যাপী নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। শুরু থেকেই জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের পরামর্শ ও সম্পৃক্ততায় সকল সহযোগী সংস্থাকে কাজ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে বাস্তবায়িত কর্মসূচিসমূহ জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভায় সর্বস্তরে অবহিত করণার্থে কার্যক্রম উপস্থাপনের জন্য সকল সংস্থাকে ইতোমধ্যে পত্র দেওয়া হয়েছে। অনুদানের অর্থে বিতরণযোগ্য উপকরণ জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অথবা তাঁদের মনোনীত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে বিতরণ করা হয়ে থাকে।



বিএনএফ এর অনুদানে সহযোগী সংস্থা রিসো কর্তৃক বাস্তবায়িত নিরাপদ খাবার গাড়ি বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন জনাব নাজিবুল আলম, উপজেলার নির্বাহী অফিসার, সদর উপজেলা, চুয়াডাঙ্গা। পাশে উপবিষ্ট ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবস পালনসহ জাতীয় দিবসসমূহ সহযোগী সংস্থা স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে পালন করে থাকে। বিশেষ বরাদ্দের মাধ্যমে প্রাপ্ত অনুদান সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মতামতের ভিত্তিতে বাস্তবায়ন ও ১ম কিস্তির অর্থে কর্মসূচি বাস্তবায়নের পর পরবর্তী কিস্তির অর্থ ছাড় করতে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের প্রত্যয়নপত্র বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট হতে সন্তোষজনক প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তী অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া, নতুন সহযোগী সংস্থা হিসেবে তালিকাভুক্তির জন্য জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মতামতের ভিত্তিতে তালিকাভুক্ত করা হচ্ছে। অনুদানের অর্থে বাস্তবায়িত কর্মসূচি সংক্রান্ত অন্যতম প্রমাণক জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের প্রত্যয়নপত্র। মার্চ প্রশাসনে কর্মরত জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং তাঁদের প্রতিনিধিবৃন্দ অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে বিএনএফ এর সহযোগী সংস্থাসমূহের কার্যক্রম তদারকি ও মনিটরিং করে থাকেন। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন তাঁদের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

বিএনএফ কর্তৃক সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রশিক্ষণ



সুশীলন, সাতক্ষীরায় প্রশিক্ষণ চলাকালীন



প্রশিক্ষণ শেষে সার্টিফিকেট বিতরণ

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এবং সহযোগী সংস্থাসমূহের নির্বাহী পরিচালক/প্রধান নির্বাহী, হিসাবরক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দ এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৪টি

বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। ১৯-২৩ জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত সুশীলন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মুন্সিগঞ্জ, শ্যামনগর, সাতক্ষীরায় ২০ জন নির্বাহী পরিচালক/প্রধান নির্বাহীবৃন্দকে ‘মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন’ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ মাসে বিতরণকৃত অনুদান

নিয়মিত অনুদান

	কার্যক্রমের নাম	সহযোগী সংস্থার সংখ্যা	উপকরণের সংখ্যা	অনুদানের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	উপকারভোগীর সংখ্যা			
					প্রত্যক্ষ		পরোক্ষ	
					পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
১	ছাগল প্রদান	৩৩	১,৩১২	১২৩.০০	১৯৬	৪৬০	৯৩২	২,১৭৭
২	গাভি প্রদান	৩৪	২১২	১২৫.৫০	৬৩	১৪৯	৩৯০	৯১২
৩	রিকশা ও ভ্যান বিতরণ	৬	৬৮	২১.০০	২০	৪৮	৯৩	২২০
৪	সেলাই প্রশিক্ষণ এবং সেলাই মেশিন বিতরণ	১৭	৩৯২	৫৭.০০	১১৭	২৭৫	৫৪৯	১,২৮১
৫	স্যানিটেশন এবং গভীর নলকূপ স্থাপন	৮	৮৪	২৮.৫০	১৬২	৩৭৯	১৩৭	৩২২
৬	অন্যান্য	১৬	৮১৫	৫৭.৫০	১২৬	২৯৭	৫৪০	১,২৬২
	মোট	১১৪	২,৮৮৩	৪১২.৫০	৬৮৪	১,৬০৮	২,৬৪১	৬,১৭৪

প্রণোদনা প্যাকেজের আওতার (সিএমএসএমই) ঋণ

	বিএনএফ হতে ঋণ গ্রহীতা সহযোগী সংস্থা	ঋণের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	গ্রাহক সংখ্যা
১	ইডা (ইনভায়রনমেন্ট এন্ড এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন), সাতক্ষীরা	২৫.০০	৩৪
২	রুরাল হেলথ এডুকেশন এন্ড ক্রেডিট অর্গানাইজেশন (রিকো), ঝিনাইদহ	৩৫.০০	৩৮
৩	রুরাল ইকনোমিক সাপোর্ট এন্ড কেয়ার ফর দি আন্ডার প্রিভিলেজড (রেসকিউ), রংপুর	৩৫.০০	২৪
৪	মৌসুমী, নওগাঁ	১০০.০০	৩৯
৫	ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা), চট্টগ্রাম	২০০.০০	১২৫
৬	পুওর ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন (পিডব্লিউও), ফরিদপুর	২৫.০০	১৭
৭	নজীর (নতুন জীবন রচি), লালমনিরহাট	৫০.০০	৪২
৮	প্রত্যয় উন্নয়ন সংস্থা, কুমিল্লা	২৫.০০	৪৩
৯	সমন্বিত উন্নয়ন সেবা সংগঠন (সাস), টাঙ্গাইল	৩৫.০০	৩৭
	মোট	৫৩০.০০	৩৯৯

বিশেষ অনুদান

	কার্যক্রমের নাম	সহযোগী সংস্থার সংখ্যা	উপকরণের সংখ্যা	অনুদানের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	উপকারভোগীর সংখ্যা			
					প্রত্যক্ষ		পরোক্ষ	
					পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
১	ছাগল প্রদান	৪	১০২	৮.০০	৯	৪২	১১২	১৭৮
২	গাভি প্রদান	১১	৫৫	২৭.০০	১৪	৪১	১২৬	১৭৬
৩	স্বাস্থ্যসম্মত সেমিপাঁকা টয়লেট নির্মাণ	১৩	৯১	২৭.০০	৪০	৪৭	২৪০	২৪২
৪	গভীর নলকূপ স্থাপন	৫	২৭	১০.০০	১১	৪২	১১০	১৬৮
৫	অন্যান্য	২	১৫	৫.০০	৫	৮	৩৪	৪০
	মোট	৩৫	২৯০	৭৭.০০	৭৯	১৮০	৬২২	৮০৪

অনুদান প্রদান ও পর্যালোচনা সভা



সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দের হাতে অনুদানের চেক প্রদান করছেন জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে অনুদান পাওয়ার যোগ্য সহযোগী সংস্থাসমূহকে অনুদান প্রদান ও পর্যালোচনা সভা আয়োজনের মাধ্যমে অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সভায় সভাপতিত্ব করে থাকেন এবং বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর চেয়ারম্যান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন। এ সভায় প্রতিনিধিবৃন্দকে কাজের অভিজ্ঞতা, সমস্যা এবং বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনকে আরও কীভাবে গতিশীল ও পরিচিত করা যায় সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।



অনুদান প্রদান ও পর্যালোচনা সভায় অভিজ্ঞতা ও মতামত প্রদান করছেন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি।

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ মাসে ৩টি সভার মাধ্যমে ১৪৯টি সহযোগী সংস্থার মধ্যে বিশেষ কর্মসূচিসহ ৪ কোটি ৮৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। এর মধ্যে ১১৪টি সংস্থার মধ্যে ৪ কোটি ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা নিয়মিত অনুদান এবং ৩৫টি সংস্থার মধ্যে ৭৭ লক্ষ টাকা বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ)

বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি ভবন (৫ম তলা)

৫৩, মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২

ফোন : ০২-২২২২৮০২৩০ (হান্টিং), ২২২২৮৩১৩৯, ২২২২৮৮১১৬

ফ্যাক্স : ০২-২২২২৩৭১৪৯

Web : www.bnf.gov.bd, E-mail : info@bnf.gov.bd

www.facebook.com/bangladeshnngoofoundation

সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দ সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করে থাকেন। জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ সময়কালে নিয়মিত অনুদানে বাস্তবায়িত ৭৬টি সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম এবং বিশেষ অনুদানে বাস্তবায়িত ২০টি সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম পরিবীক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এ ৯৬টি সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম মূল্যায়ন মান নিম্নরূপ :

মূল্যায়ন মান	পরিবীক্ষণকৃত সহযোগী সংস্থার সংখ্যা
অতি উত্তম	৯
উত্তম	১
সন্তোষজনক	০
প্রক্রিয়াধীন	৮৬
স্থগিত	০
মোট	৯৬

তথ্য কণিকা

- * বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান
- * বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজি এন্ড ফার্মস কর্তৃক ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিবন্ধিত হয়।
- * কর্মসূচি বাস্তবায়ন : সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে
- * কর্ম এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ
- * সহযোগী সংস্থার সংখ্যা : ১,১২০টি
- * নিয়মিত ও বিশেষ কর্মসূচিতে বরাদ্দকৃত অনুদান : ২০৪.৩৮ কোটি টাকা
- * নিয়মিত ও বিশেষ কর্মসূচিতে মোট উপকারভোগী : ১ কোটি ৫১ হাজার (মহিলা ৬২.৪৯ লক্ষ এবং পুরুষ ৩৮.০২ লক্ষ)
- * পল্লী এলাকায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে এ যাবৎ সিএমএসএমই খাতে ২৮টি সহযোগী সংস্থার অনুকূলে ৮৭ কোটি টাকা প্রণোদনার ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- * সাধারণ পরিষদের সদস্য : ৩৪
- * পরিচালনা পরিষদের সদস্য : ১১
- * অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভা : ১৯টি
- * অনুষ্ঠিত পরিচালনা পরিষদ সভা : ১৭৯টি এবং ৫টি বিশেষ সভা

বুক পোস্ট